গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.২২.০০৩.১৯-১৫৮

তারিখঃ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় মৎস্য পুরস্কার নীতি (সর্বশেষ ২০১৯ সালে সংশোধিত) ২০১৯ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অনুমোদিত জাতীয় মৎস্য পুরস্কার নীতি (সর্বশেষ ২০১৯ সালে সংশোধিত) ২০১৯ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

০৩।০৬।২০১৯

(শোয়াইব আহমাদ খান)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৫৮১৯
ই-মেইলঃ fisheries-২@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.২২.০০৩.১৯-১৫৮(১১)

তারিখঃ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (সকল),মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
০৭। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৮। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৯। সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি/মৎস্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। অফিস কপি/মাস্টার নথি।

০৩।০৬।২০১৯

(শোয়াইব আহমাদ খান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার নীতি

(সর্বশেষ ২০১৯ সালে সংশোধিত)

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার নীতি (সংশোধিত-২০১৯)

মাছ বাংলাদেশে প্রাণিজ আমিষের গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও রপ্তানি পণ্য। মৎস্য সেক্টরের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সেক্টরে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং ব্যক্তি বিশেষের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। দেশে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা, রপ্তানি পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় উপজেলা ও জেলা কমিটির বাছাই ও সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় কমিটি চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে স্বর্ণ, রৌপ্য পদক ও নগদ অর্থসহ সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের নিরলস প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে এ সেক্টরে যথেষ্ট গুণগত পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি আরও বিস্তৃত ও বহুমুখী এবং কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান মূল্যায়নের বিধান রেখে (২০১৩ সালের নীতিমালা সংশোধন পূর্বক) জাতীয় মৎস্য পুরস্কার নীতি ২০১৯ প্রণীত হলো।

১. পুরস্কারের শিরোনাম

১. এ পুরস্কার ''জাতীয় মৎস্য পুরস্কার নীতি'' নামে অভিহিত হবে;

২. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যসমূহ

১. দেশের পুকুর-দীঘি, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, উপকূলীয় জলাশয়সহ অভ্যন্তরীণ সকল জলাশয়ে টেকসই এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ;

২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় অংশীজনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৩. মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তম অনুশীলন ও খাদ্য হিসেবে নিরাপদ মৎস্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান;

৪. গুণগত ও মানসম্মত, নিরাপদ মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান; এবং

৫. সর্বোচ্চ স্থায়ীত্বশীল মৎস্য উৎপাদন (MSY) এর জন্য সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে অনুপ্রেরণা প্রদান।

৩. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

''জাতীয় মৎস্য পুরস্কার'' উপলক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পুরস্কার প্রদানের জন্য চিহ্নিত ৯ (নয়) টি ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

১. মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন (কার্প ও অন্যান্য প্রজাতি);

২. মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন (কার্প ও অন্যান্য প্রজাতি);

৩. মৎস্য উৎপাদন (স্বাদু পানির মাছ/সিবাস/মিল্ক ফিশ/অপ্রচলিত মৎস্য/মেরিকালচার);

৪. গুণগতমানের চিংড়ির (গলদা/বাগদা) পি.এল/কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন;

৫. চিংড়ি (গলদা/বাগদা) / কাঁকড়া উৎপাদন;

৬. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানী;

৭. মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন (গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান);

৮. মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায়সমিতি/গণমাধ্যম/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্রকর্মজীবনের অবদান;

৯. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কাজে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবদান।

৪. পুরস্কার ধরণ ও সংখ্যা

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানের জন্য ০৯ টি ক্ষেত্রে ০৯ টি স্বর্ণ পদক ও ১৮ টি রৌপ্য পদক প্রদান করা হবে। প্রান্তিক চাষি ও অনগ্রসর (মাটি ও পানির কম উৎপাদনশীলতা, কম পানি ধারণক্ষমতা, মৎস্যচাষ ও উপযোগীতায় পিছিয়ে পড়া) এলাকার মৎস্য চাষিগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মোট পুরস্কারের ২০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে।

১. পদকের শ্রেণী বিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	পদকের নাম	পদক ও সনদপত্রের বিবরণ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় মৎস্য পুরস্কার	(ক) ২২ ক্যারেট মানের ১১.৬ গ্রাম (১ ভরি) ওজনের স্বর্ণপদক (সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডিং বক্সে), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে একটি সম্মাননা সনদ এবং নগদ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। (খ) ৫০ গ্রাম ওজনের একটি রৌপ্যপদক (সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডিং বক্সে), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে একটি সম্মাননা সনদ এবং নগদ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা।

৫. পুরস্কার প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্ণায়ক মানদন্ড

''জাতীয় মৎস্য পুরস্কার'' প্রদানের বিষয়ে প্রার্থী নির্বাচনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্ণায়ক মানদন্ড অনুসরণ করা হবে।

ক্ষেত্র-১: মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন (কার্প ও অন্যান্য প্রজাতি)

১. (ক) হ্যাচারির রেজিষ্ট্রেশন সনদ থাকতে হবে;

(খ) প্রজনন কেন্দ্রের আয়তন, পুকুরের সংখ্যা এবং জলায়তন (হে.);

(গ) ব্রুড মাছের সংখ্যা (টি), ব্রুড পুকুরের সংখ্যা (টি) ও জলায়তন (হে.)।

২. প্রজনন কেন্দ্রের প্রতি বছরের সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি)। রুই জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০০ কেজি ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশিয় প্রজাতির মাছের রেনু উৎপাদন অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

৩. উৎপাদন বছরে প্রজনন কাজে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ;

৪. নির্ধারিত বছরে মোট প্রজাতি ওয়ারী উৎপাদন ও বিপণন (কেজি) এবং রেজিস্টারে সামগ্রিক তথ্যাদি সংরক্ষণ;

৫. নির্ধারিত বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় (পরিচালনা ব্যয়সহ)/মোট আয়/নীট লাভ। প্রতি কেজি রেণুর প্রজাতি ওয়ারী উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য;

৬. প্রজনন কেন্দ্রের মোট সার্বক্ষণিক, খন্ডকালীন জনবল, মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এবং মৎস্য বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত জনবল। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রজনন কেন্দ্রের অবদান (কর্ম দিবস/বৎসর), সম্প্রসারণ কর্মকান্ড;

৭. উৎপাদিত রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্ত্বিক মান সংরক্ষণ। এ ক্ষেত্রে রেণুর মান যাচাইয়ের জন্য রেণু গ্রহণকারী নার্সারি মালিকের পোনার উচ্চফলন, বেঁচে থাকার হার সরেজমিনে পরিদশনপূর্বক মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন;

৮. হ্যাচারি/খামারে মজুদকৃত ব্রুডের উৎস: প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি হতে সংগৃহীত উন্নতমানের ব্রুডের পরিমাণ এবং ব্যবস্থাপনা তথ্যাদি। রেণু উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড, মৎস্য অধিদপ্তরের ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ব্রুড ব্যবহারকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন;

৯. বিলুপ্ত প্রায় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ছোট মাছের রেণু উৎপাদন এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী প্রত্যয়ন পত্র দিবে এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিন সত্যতা যাচাই করতে হবে;

১১. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-২: মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন (কার্প ও অন্যান্য প্রজাতি)

১. মাছের পোনা উৎপাদন খামারের আয়তন, পুকুরের জলায়তন, পুকুরের সংখ্যা;

২. বাৎসরিক পোনা উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/সংখ্যা);

৩. গুণগতমানের রেণু ব্যবহার করতে হবে। রেণু সংগ্রহের উৎস:
(ক) প্রাকৃতিক- পরিমাণ (কেজি) এবং জলাশয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে;
(খ) কৃত্রিম প্রজনন- পরিমাণ (কেজি) এবং হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে;

৪. দেশী/বিদেশী মাছের পোনা উৎপাদন (সংখ্যা): বিলুপ্তপ্রায় এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদনে (শিং, কৈ, মাগুর, শোল, মেনি, পাবদা, গুলশা, চিতল, তারা বাইম ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা যেতে পারে;

৫. প্রতি কেজি/প্রতি হাজার পোনার উৎপাদন মূল্য এবং গড় বিক্রয় মূল্য (প্রতি হাজার/প্রতি কেজি);

৬. প্রতি শতকে প্রতি ফসলে পোনা উৎপাদনের গড় সংখ্যা;

৭. সর্বমোট জনবল, খন্ডকালিন জনবল, সার্বক্ষণিক জনবলের সংখ্যা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর);

৮. রুইজাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও ঘনিয়া) মাছের জন্য-
ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদুর্ধ;
খ. বার্ষিক উৎপাদন ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর;
গ. পোনার আকার ১০-১৫ সেঃমিঃ ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৯. তেলাপিয়া মাছের জন্য-
ক. খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদুর্ধ;
খ. বার্ষিক উৎপাদন ১০ (দশ)লক্ষ পোনা/হেক্টর (৪০৪৮টি/শতক);
গ. পোনার আকার ৩ সেঃমিঃ ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১০. কৈ মাছের জন্য-
ক. খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদুর্ধ;
খ. বার্ষিক উৎপাদন ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর (২৮৩৪টি/শতক);

গ. পোনার আকার ২ সেঃমিঃ ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১১. শিং-মাগুর মাছের জন্য-

ক. খামারের আয়তন ১ হেক্টর বা তদুর্ধ;

খ. বার্ষিক উৎপাদন: শিং-১৫ লক্ষ পোনা/হেক্টর (৬০৭২টি/শতক);

মাগুর-৭ লক্ষ পোনা/হেক্টর (২৮৩৪টি/শতক);

গ. পোনার আকার ২.৫সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১২. পাবদা মাছের জন্য-

ক. খামারের আয়তন ০.৫ হেক্টর বা তদুর্ধ;

খ. বার্ষিক উৎপাদন ৭ লক্ষ পোনা/হেক্টর (২৮৩৪ টি/শতক)

গ. পোনার আকার ৩.০ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৩. গুলশা ট্যাংরা/ট্যাংরা মাছের জন্য-

ক. খামারের আয়তন ০.৫ হেক্টর বা তদুর্ধ;

খ. বার্ষিক উৎপাদন ৮ লক্ষ পোনা/হেক্টর (৩২৩৮ টি/শতক)

গ. পোনার আকার ২-২.৫ সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৪. পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৫. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৩: মৎস্য উৎপাদন (স্বাদু পানির মাছ/সিবাস/মিল্ক ফিশ/অপ্রচলিত মৎস্য/মেরিকালচার)

১. খামারের আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, পুকুরের জলায়তন;

২. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎস;

৩. নির্ধারিত বৎসরের সর্বমোট উৎপাদন (মে. টন);

৪. (ক) পোনা সংগ্রহের উৎস;

(খ) চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (নিবিড়/আধা নিবিড়);

৫. প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. খামারের সর্বমোট ব্যয়, সর্বমোট আয় ও নীট লাভ;

৭. প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয়, সর্বমোট আয় ও নীট লাভ;

৮. খামারের সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালিন জনবল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর);

৯. হেক্টর প্রতি নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে-

ক. রুইজাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও ঘনিয়া) মাছের মিশ্রচাষে বার্ষিক উৎপাদন ৮.০ টন/হেক্টর;

খ. পাঙ্গাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০ মে. টন/হেক্টর;

গ. তেলাপিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২০ মে. টন/হেক্টর;

ঘ. কৈ মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৮ মে. টন/হেক্টর;

ঙ. শিং-মাগুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৮ মে. টন/হেক্টর;

চ. গুলশা-পাবদা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৬ মে. টন/হেক্টর;

ছ. কার্প ও শিং-মাগুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ৯ মে.টন/হেক্টর;

জ. কার্প ও পাবদা-গুলশা উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় ৮.৫ মে.টন/হেক্টর;

ঝ. পাংগাস-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে ৫৫ মে.টন/হেক্টর;

ঞ. কার্প-তেলাপিয়া-শিং-মাগুড় মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে ১০ মে.টন/হেক্টর;

ট. খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে ৩০কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছ চাষ বিবেচনায় নেয়া হবে;

ঠ. প্যানে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ২ মে.টন/হেক্টর;

ড. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ২.০০ মে.টন/হেক্টর;

গ. সিবাস, মিল্ক ফিশ, অপ্রচলিত মৎস্য, সিউইড/মেরিকালচার সহ অন্যান্য মৎস্য প্রজাতির ক্ষেত্রে কারিগরি/বাছাই কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে;

১০. মৌসুমী পুকুরে দেশী মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪.০ টন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১১. উত্তম মাছ চাষ অনুশীলন (GAqP) সহ পরিবেশ সহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যের ব্রান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে;

১২. মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

১৩. সকল রেজিষ্ট্রার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৪: গুণগতমানের চিংড়ির (গলদা/বাগদা) পি.এল/কাঁকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন

হ্যাচারির অবকাঠামোগত তথ্যাদি: প্রজনন কেন্দ্রের আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, পুকুরের আয়তন ইত্যাদি;

১. উৎপাদন/মজুদ ক্ষমতা

ক. প্রতি চক্রে গলদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং মোট চক্র সংখ্যা;

খ.বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে LRT-তে লার্ভা মজুদ ক্ষমতা: প্রতি ১ কিউবিক মিটারে ন্যূনতম ১ লক্ষটি লার্ভামজুদকরণ। LRT-র ন্যূনতম আয়তন হবে-৩ টন;

গ. প্রতি চক্রে কাকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং মোট চক্র সংখ্যা;

২. ৩. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ;

৩. নির্ধারিত বৎসরে মোট উৎপাদন, মোট বিক্রয়, মোট ব্যয়, মোট উৎপাদন ব্যয়, মোট আয়, নীট লাভ ইত্যাদি তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

৪. প্রতি হাজার গলদা/বাগদা চিংড়ির পি.এল/কাকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদনের ব্যয় এবং গড় বিক্রয় মূল্য;

৫. (ক) প্রজনন কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক / খন্ডকালিন জনবল।

(খ) কর্মসংস্থানে সৃষ্টিতে অবদান;

৬. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে-

ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরে ৫০ লক্ষ গলদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদন এবং মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য ২ লক্ষ গলদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

খ. প্রতি বৎসরে ৩০ (ত্রিশ) কোটি বাগদা চিংড়ির পি.এল উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

গ. প্রতি বৎসরে ৪ লক্ষ কাকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৭. পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে পি.এল/কাকড়া ক্র্যাবলেট উৎপাদন;

৮. বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে হবে;

৯. খামারে ব্যবহৃত প্রজননক্ষম চিংড়ির (বেরিড)/কাকড়ার উৎস। মোট প্রজননক্ষম চিংড়ি/কাকড়ার সংখ্যা ও ওজন।

১০. PCR পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে;

১১. খাদ্যের ব্র্যান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে;

১২. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী প্রত্যয়ন পত্র দিবে এবং কমিটি কর্তৃক সরেজমিন সত্যতা যাচাই করতে হবে;

১৩. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৫: চিংড়ি (গলদা/বাগদা) / কাঁকড়া উৎপাদন

১. খামারের অবকাঠামোগত তথ্যাদি: আয়তন, পুকুরের সংখ্যা, জলায়তন এবং অন্যান্য তথ্যাদি;

২. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ;

৩. বার্ষিক প্রকৃত উৎপাদন (মে. টন): চিংড়ি ও মাছ (যদি থাকে)। মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪. প্রতি হেক্টরে প্রতি ফসলে উৎপাদন (মে. টন);

৫. খামারের মোট বার্ষিক পরিচালনা ব্যয়, আয় ও নীট লাভ;

৬. প্রতি হেক্টরে খামারের গড় উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয়, মোট আয় ও নীট লাভ;

৭. (ক) খামারের সার্বক্ষণিক এবং খন্ডকালিন জনবল।
(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসরে);

৮. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে-
(ক) গলদা চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন বছরে দুই ফসলে হেক্টর প্রতি ১৫০০ কেজি এবং আয়তন ০.৫ হেক্টর ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সাথি ফসলের উৎপাদন উল্লেখ করতে হবে;
(খ) বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে খামারের ন্যূনতম আয়তন ২ (দুই) হেক্টর বা তদুর্ধ এবং বছরে হেক্টর প্রতি শুধুমাত্র চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন ৩,০০০ কেজি;
(গ) কাঁকড়ার ন্যূনতম উৎপাদন প্যান কালচার- ২.০ মে. টন/হে.; খাচায়- ১৫.০ মে.টন/হে.

৯. পরিবেশ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। গ্রোথ হরমোন, এন্টিবায়োটিক ব্যবহারকারী চাষিকে পরিহার করতে হবে;

১০. চিংড়ি পি.এল. এর উৎস;

১১. খাদ্যের ব্রান্ড ও খাদ্য উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হলে তার নাম ও ব্যবহার মাত্রা উল্লেখ করতে হবে;

১২. খামারে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে পরিশোধন বা অন্য উপায়ে পানি শোধন ব্যবস্থাপনা। পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব মূল্যায়ন;

১৩. প্রার্থী বাছাইকালে মজুদকৃত পোনার পিসিআর (PCR) পরীক্ষার প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থাপন করতে হবে;

১৪. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

১৫. Traceability নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্ষেত্র-৬: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানী

১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উদ্ভাবন/প্রক্রিয়াজাতকরণ/মানোন্নয়ন/বাজারজাতকরণ/রপ্তানিকরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন);

২. বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ও উৎস;
(ক) নির্ধারিত বৎসরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন);
(খ) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ, ব্যয়, আয়, নীট লাভ;

৩. নির্ধারিত বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন);

৪. প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিনিয়োগ, ব্যয়, আয় ও নিট লাভ;

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান;
(ক) নির্ধারিত বৎসরে বার্ষিক রপ্তানি (মে. টন);
(খ) নির্ধারিত বৎসরে রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার);

৬. (ক) প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক/খন্ডকালিন জনবল;
(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (কর্মদিবস/বৎসর);

৭. সংশ্লিষ্ট বৎসরে ১ম দশটি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার রপ্তানির পরিমাণ পর্যালোচনা করা হবে;

৮. মানসম্মত আপত্তিবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি এবং সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পুরস্কার প্রদানের মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক ''মানসম্মত পণ্য'' সম্পর্কে সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন লটের প্রত্যাখানের জন্য অভিযোগ বা মামলা থাকলে বিবেচিত হবে না;

৯. (ক) হ্যাসাপ (HACCP) পদ্ধতি অনুসরণকরে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করতে হবে;

(খ) ইইউ এবং ইউএস নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করতে হবে। স্যানিটেশন, বায়োসেফ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি নির্দেশাবলী মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মনোনয়নদানকারী কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে;

(গ) উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎস এর স্থল তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;

১০. আন্তর্জাতিক বিধি বিধান/নিয়মাবলী আবেদনকারী অবগত কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে।

ক্ষেত্র-৭: মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন (গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

১. স্থানীয়/আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা নুন্যতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে;
২. ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে অবদান;
৩. পরিবেশের ওপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব;
৪. প্রযুক্তি সম্পর্কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ;
৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রযুক্তির অবদান;
৬. উচ্চ ফলনশীল মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আবিস্কার।

ক্ষেত্র-৮: মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/মৎস্য সংক্রান্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অবদান/সমগ্রকর্মজীবনের অবদান

বিবেচ্য বিষয়:

১. সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম;
২. অর্জিত সাফল্যের বিবরণ;
৩. অর্জিত সাফল্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রাখবে তার বিবরণ (তথ্য ও পরিসংখ্যানগত বিবরণসহ)।

ক্ষেত্র-৯: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কাজে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবদান

১. মৎস্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান;
২. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইন বাস্তবায়ন ও ঝুঁকি পূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান;
৩. মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ অবদান;
৪. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন;
৫. মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান;
৬. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের সততা, সুনাম ও শৃঙ্খলা;
৭. মৎস্য বিষয়ক ইনোভেশন, প্রচার ও প্রকাশনা।

৬. পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্যতা

১. বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় মৎস্য বিষয়ক কোন নব প্রযুক্তি বা উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চাষি/সংস্থাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। বিষয়াবলী সর্বজনবিদিত এবং সাধারণ্যে অবগত থাকতে হবে। বিশেষ অবদান ব্যতীত পুরস্কার এর জন্য বিবেচনায় আনা হবে না। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি যাঁরা মৎস্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন কিন্তু আবেদন দাখিল করেন না, এমন ক্ষেত্রে আবেদন ছাড়াও এ সংক্রান্ত কারিগরি/জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে;

২. মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৩. মনোনয়নের সাথে জনসেবার মান উন্নয়নের জন্য অনুসৃত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি, সময় এবং কী পরিস্থিতিতে কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;

৪. মনোনয়নের স্বপক্ষে কার্যক্রমটি/প্রকল্পটি/কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কৌশল, ব্যবহৃত উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, টেকসই এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় মনোনীত ব্যক্তির ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;

৫. কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় মৎস্য পুরস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত হলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হবেন না;

৬. একই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রাপ্ত হলে পরবর্তীতে ঐ একই ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন না এবং তাঁকে আর পুরস্কৃত করা হবে না;

৭. কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বৎসরে একের অধিক ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন না;

৮. কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রপ্তানিকৃত পণ্যের মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে তিনি মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৯. হ্যাচারি রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত গুণগতমানের মাছের রেণু উৎপাদন, গলদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল উৎপাদন, বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পি.এল. উৎপাদন এরক্ষেত্রে কোন আবেদন পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না;

১০. অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে পুরস্কারের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্র সমূহের মানদন্ডের নির্ণায়ক নিরূপণ করা হবে;

১১. উপজেলা কমিটি প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদির যথার্থতা পরীক্ষা করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অনুমোদিত মানদন্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে পুরস্কারের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। এ পুরস্কার কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

১২. সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনী-ক)।

৭. পুরস্কারের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন কমিটি

উপজেলা ও জেলা কমিটি এবং কারিগরী/বাছাই কমিটি পুরস্কারের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করবে।

১. উপজেলা কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)		
১.	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট)	প্রধান উপদেষ্টা
২.	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৪.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
১২.	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২. জেলা কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)		
১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি

২.	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন	সদস্য
৯.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
১২.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৩. জেলা কমিটিঃ ৩টি পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)		
১.	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ	সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন	সদস্য
৮.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, পর্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
১১.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৪. কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটি		
১.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সভাপতি
২.	সদস্য পরিচালক (মৎস্য) বিএআরসি, ঢাকা	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৫.	পরিচালক, অভ্যন্তরীণ মৎস্য, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	পরিচালক, সামুদ্রিক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎসা সম্পদ জরিপ ও পরিকল্পনা, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
১০.	পরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
১১.	ডীন, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
১২.	ডীন, ফিসারিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন উপ-সচিব	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন উপপরিচালক	সদস্য
১৫.	একজন প্রতিথযশা মৎস্য বিজ্ঞানী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১৬.	প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৭.	উপ-পরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

৫. জাতীয় কমিটি		
১.	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (সকল), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট	সদস্য
৭.	যুগ্ম সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৮.	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	যুগ্ম সচিব (ব্লু ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	যুগ্ম সচিব (কৃষি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	একজন প্রতিথযশা মৎস্য বিজ্ঞানী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
১২.	যুগ্ম সচিব (মৎস্য)	সদস্য সচিব

৮. পুরস্কারের মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা

১. উপজেলা কমিটি কর্তৃক জেলা কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ - ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে

২. জেলা কমিটি কর্তৃক কারিগরি কমিটি/বাছাই কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ - ১৫ মার্চের মধ্যে

৩. জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ - ১৫ এপ্রিলের মধ্যে

৪. জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ - ১৫ জুনের মধ্যে

৯. উপজেলা/জেলা/কারিগরি/বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা

১. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে উপজেলা/জেলা/জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য/প্রমাণাদি অসত্য প্রমাণিত হলে জাতীয় কমিটি যথাযথ অনুসন্ধানের পর পদক ও প্রশংসাপত্র প্রত্যাহার করাসহ উক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

২. কারিগরি কমিটি প্রয়োজনে পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন, সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজনের জন্য পরামর্শ প্রদান করতে পারবে;

৩. কারিগরি কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তথ্যাদি যাচাইয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনে কারিগরি কমিটি এ বিষয়ে কর্মকর্তা মনোনীত করে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের পর প্রার্থীদের প্রস্তাব জাতীয় কমিটিতে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. ''জাতীয় মৎস্য পুরস্কার'' পদকের প্রকৃতি ও নক্সার বিবরণ

পদকের সম্মুখভাগের উপর পুরস্কারের নাম, মধ্যাংশে জাতীয় প্রতীক এবং নীচে বাংলাদেশ লেখা থাকবে। পিছনের অংশের উপর মাছের প্রতীক, নীচে বামে খ্রীস্টাব্দ ও ডানে বঙ্গাব্দ, এর ঠিক নীচে পুরস্কার প্রাপকের নাম এবং তার নীচে পুরস্কারের ক্ষেত্র লেখা থাকবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে শ্রেষ্ঠ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পূর্বে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে পুরস্কার দেয়া হবে।

১. মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ

১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত উপজেলা ও জেলা কমিটি;

২. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরাসরি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেরণ করবেন;

৩. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি/সমগ্র কর্মজীবনের অবদানের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত মাননীয় ব্যক্তিগণ মনোনয়ন প্রস্তাব কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করতে পারবেন;

১. মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য

২. মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩ টি পার্বত্য জেলার জন্য)

৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

৪. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রধান (নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য)

৪. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অবদানের ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

২. মনোনয়ন দাখিল

১. নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মনোনয়নসমূহ উপজেলা কমিটির দুই জন সদস্য সরেজমিনে তদন্তসহ যাচাই-বাছাই পূর্বক জেলা কমিটির মাধ্যমে কারিগরি/বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করবেন;

২. মনোনীত ব্যক্তির দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ সত্যায়িত ছবি দিতে হবে;

৩. টাইপ করে ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

৩. মনোনয়ন ফর্ম প্রাপ্তি স্থান

পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় এবং মৎস্য বিষয়ক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা হবে।

নিম্নোক্ত দপ্তরসমূহ হতে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে:

১. উপপরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;

২. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়;

৩. মৎস্য বিষয়ক সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার সদর দপ্তর;

৪. Website :www.fisheries.gov.bd